পারা ৬

(১৪৮) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا

১৪৮। লা -ইয়ুহিব্বুল্লা-হুল্ জ্বাহ্‌রা বিস্‌সূ — য়ি মিনাল্ ক্বাওলি ইল্লা-মান্ জুলিম্; অকা-নাল্লা-হু সামী'আন্
(১৪৮) আল্লাহ অত্যাচারিত ব্যক্তি ছাড়া কারও মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না, আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা

عَلِيْمًا (১৪৯) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا

'আলীমা- ।১৪৯। ইন্ তুব্‌দূ খাইরান্ আও তুখ্‌ফুহু 'আও তা'ফূ 'আন্ সূ — য়িন্ ফাইন্নাল্লা-হা কা-না 'আফুও ওয়ান্
ও সর্বদ্রষ্টা। (১৪৯) তোমরা যদি নেককাজ প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কর কিংবা অপরাধ ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্

قَدِيْرًا (১৫০) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ

ক্বাদীরা- ।১৫০। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি অরুসুলিহী অইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুফার্‌রিক্বূ বাইনাল্লা-হি
ও ক্ষমাশীল, শক্তিশালী। (১৫০) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করে আর আল্লাহ্ ও রাসূলদের মধ্যে

وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ

অরুসুলিহী অইয়াক্বূলূনা নু''মিনু বিবা'দ্বিওঁ অনাক্‌ফুরু বিবা'দ্বিওঁ অইয়ুরীদূনা আঁই ইয়াত্তাখিযূ বাইনা
পার্থক্য করতে চায় এবং বলে কতককে বিশ্বাস করি আর কতককে করি অবিশ্বাস: এর মাঝেই তারা, একপথ

ذٰلِكَ سَبِيْلًا (১৫১) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا

যা-লিকা সাবীলা- ।১৫১। উলা — য়িকা হুমুল্ কা-ফিরূনা হাক্ব্ক্বান্ অআ'তাদ্‌না-লিল্‌কা-ফিরীনা 'আযা-বাম্
উদ্ভাবন করতে চায়। (১৫১) এরাই কাফের, কাফেরদের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি লাঞ্ছনাকর

مُّهِيْنًا (১৫২) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ

মুহীনা- । ১৫২। অল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অলাম্ ইয়ুফাররিক্বূ বাইনা আহাদিম্ মিনহুম্ উলা — য়িকা
শাস্তি। (১৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি; ২১

سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (১৫৩) يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ ع ১১ ১

সাওফা ইয়ু'তীহিম্ উজ্বূরাহুম্ অকা-নাল্লা-হু গাফূরার্ রাহীমা- । ১৫৩। ইয়াস্‌আলুকা আহ্‌লুল্ কিতা-বি রুকু
শ্রীঘ্রই দেয়া হবে তাদের প্রতিদান; আল্লাহ ক্ষমাশীল , দয়ালূ। (১৫৩) কিতাবীরা আপনার কাছে আবেদন করে ,

اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا

আন্ তুনায়্‌যিলা 'আলাইহিম্ কিতা-বাম্ মিনাস্ সামা — য়ি ফাক্বাদ্ সায়ালূ মূসা ~ আক্‌বারা মিন্ যা-লিকা ফাক্বা-লূ ~
তাদের জন্য আকাশ হতে কিতাব আনতে। কিন্তু এরা মূসার কাছে এর চেয়ে গুরুতর দাবী করেছিল, তারা

আয়াত-১৪৮ ঃ এই আয়াতে মযলুমকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। তবে শর্ত হল, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করা যাবে না। এ আয়াত হতে আরও বুঝা গেল যে, মযলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে, তবে তা হারাম ও গীবতের আওতায় পড়বে না। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৪৯ ঃ এখানে অপরাধ মার্জনাকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৫১ ঃ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অথচ তাঁরা রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে কুফুরী করে, তারাই জাহান্নামী। অথবা রাসূলদের কাউকে মান্য করে এবং কাউকে মান্য করে না। আল্লাহ সমীপে সে ঈমানদার নয় বরং প্রকাশ্য কাফের। (মাঃ কোঃ)

أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا

আরিনাল্লা-হা জ্বাহ্‌রাতান্ ফাআখাযাত্‌হুমুছ্ ছোয়া-'ইক্বাতু বিজুল্‌মিহিম্ ছুম্মাত্ তাখাযুল্ 'ইজ্‌ লা মিম্ বা'দি মা-
বলেছিল, প্রকাশ্যে আল্লাহ দেখাও। এ জুলুমের ফলে তারা বজ্রাহত হয়েছিল; প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও

جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٤﴾ وَرَفَعْنَا

জ্বা — য়াত্‌হুমুল্ বাইয়িনা-তু ফা'আফাওনা 'আন্ যা-লিকা অ আ-তাইনা মূসা-সুলত্বোয়া-নাম্ মুবীনা- ।১৫৪। অ রাফা'না
তারা গো বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল। এটাও ক্ষমা করেছিলাম, মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। (১৫৪) আর তাদের

فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا

ফাওক্বাহুমুত্ব্ ত্বূরা বিমীছা-ক্বিহিম্ অক্বু্লনা- লাহুমুদ্ খুলুল্ বা-বা সুজ্জাদাওঁ অক্বু্লনা-লাহুম্ লা-তা'দূ
উপর তুলে ধরেছিলাম তুর, প্রতিশ্রুতি নেয়ার জন্য, বললাম, নত শিরে দ্বারে ঢুক, আরও বললাম, শনিবারে সীমালংঘন করো না।

فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٥﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ

ফিস্ সাব্‌তি অ 'আখাযয্‌না- মিন্‌হুম্ মীছা-ক্বান্ গালীজোয়া- ।১৫৫। ফাবিমা-নাক্বদ্বিহিম্ মীছা-ক্বাহুম্
এ ভাবে আমি তাদের নিকট থেকে পাকা পোক্ত ওয়াদা নিয়েছি। (১৫৫) তারা অভিশপ্ত হয়েছিল অঙ্গীকার ভেঙ্গে আর আল্লাহর

وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ

অকুফ্‌রিহিম বিআ-ইয়া -তিল্লা-হি অক্বাত্‌লিহিমুল্ আম্‌বিয়া — য়া বিগাইরি হাক্বক্বিওঁ অক্বাওলিহিম্ কুলূবুনা গুল্‌ফ;
আয়াতের অস্বীকার, অন্যায়ভাবে নবী হত্যা আর তারা বলে যে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, আসলে আল্লাহ অন্তরে মহর মেরে

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٦﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ

বাল্ ত্বোয়াবা'আল্লা-হু আলাইহা-বিকুফ্‌রিহিম্ ফালা- ইয়ু'মিনূনা ইল্লা-ক্বালীলা- ।১৫৬। অবিকুফ্‌রিহিম্ অক্বাওলিহিম্
দিয়েছেন, কুফুরীর কারণে ফলে তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছে। (১৫৬) আর কুফুরীর কারণে ও মরিয়মের প্রতি গুরুতর

عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٧﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ

'আলা-মারাইয়ামা বুহ্‌তানান্ 'আজীমা- ।১৫৭। অক্বাওলিহিম্ ইন্না-ক্বাতাল্‌নাল্ মাসীহা'ঈসাব্‌না মারইয়ামা রাসূলাল
অপবাদের কারণে। (১৫৭) এবং এ উক্তির জন্যে যে, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা মাসীহ্‌কে হত্যা করেছি; অথচ তারা না তাকে

اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ

লা-হি অমা-ক্বাতালূহু অমা-ছলাবূহু অলা-কিন্ শুব্বিহা লাহুম্; অইন্নাল্লাযীনাখ্ তালাফূ ফীহি
হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে বরং তাদের কাছে এরূপই মনে হয়েছিল; আর যারা তাঁকে নিয়ে মতভেদ করেছিল

لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ

লাফী শাক্কিম্ মিন্‌হু;মা-লাহুম্ বিহী মিন্ 'ইল্‌মিন্ ইল্লাত্তিবা-'আজ্ জোয়ান্নি অমা-ক্বাতালূহু ইয়াক্বীনা-।
তারা, এ ব্যাপারে সন্দেহে ছিল; অনুমান ব্যতীত কোন সঠিক জ্ঞানই তাদের ছিল না; তবে নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করে নি।

﴿۱۵۸﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۵۹﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ

১৫৮। বার্ রাফা'আহুল্লা-হু ইলাইহ্; অকা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-। ১৫৯। অইম্মিন্ আহ্লিল্
(১৫৮) বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহ পরাক্রমশীল,জ্ঞানী। (১৫৯) প্রত্যেক কিতাবী,

الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ*

কিতা-বি ইল্লা- লাইয়ু'মিনান্না বিহী ক্বাব্লা মাওতিহী অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ইয়াকূনু 'আলাইহিম্ শাহীদা-।
মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

﴿۱۶۰﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ

১৬০। ফাবিজুল্মিম্ মিনাল্লাযীনা হা-দূ হার্রাম্না- 'আলাইহিম্ ত্বোয়াইয়িবা-তিন্ উহিল্লাত্ লাহুম্ অবিছোয়াদ্দিহিম্
(১৬০) ইহুদীদের জন্য পূর্বে ভাল ভাল যা বৈধ ছিল তা অবৈধ করা হয়েছে তাদের অত্যাচার ও আল্লাহ্র পথে অন্যকে বাধা

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿۱۶۱﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ

'আন সাবীলিল্লা-হি কাছীরা-। ১৬১। অআখ্যিহিমুর্ রিবা-অক্বাদ্ নুহূ'আন্হু অআক্লিহিম্ আম্ওয়া-লান্ না-সি
দানের কারণে। (১৬১) আর সুদ গ্রহণের কারণে; যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকজনের

بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۲﴾ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى

বিল্বা-ত্বিল্; অআ'তাদ্না-লিল্কা-ফিরীনা মিন্হুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৬২। লা-কিনির্ র-সিখূনা ফিল্'
বিষয় সম্প্রত্তি ভোগ করার কারণে; কাফেরদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে

الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

'ইল্মি মিন্হুম্ অল্ মু''মিনূনা ইয়ু''মিনূনা বিমা ~ উন্যিলা ইলাইকা অমা ~ উন্যিলা মিন্ ক্বব্লিকা
গভীর জ্ঞানীরা আপনার প্রতি ও পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তৎসমুদয়ের প্রতি ঈমান আনে আর কায়েম

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

অল্ মুক্বীমীনাছ্ ছলা -তা অল্ মু''তূনায্ যাকা-তা অল্মু''মিনূনা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খির্;
করে নামায, যাকাত দেয়, যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে

اُولٰۤئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۚ ﴿۱۶۳﴾ اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى ২২ ع ১০ ২ রুকু

উলা — য়িকা, সানু'তীহিম্ 'আজ্‌রান্ 'আজীমা-১৬৩। ইন্না ~ আওহাইনা ~ ইলাইকা কামা ~ আওহাইনা ~ ইলা-
মহা পুরস্কার দান করব। (১৬৩) নূহ্ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের মত আপনার কাছেও অহী অবতীর্ণ

আয়াত-১৬১ ঃ এস্থলে জ্ঞানে পরিপক্ক বলতে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), সা'লাবা (রাঃ) এবং তাঁদের অনুরূপ সত্য অন্বেষণকারীদেরকে বুঝান হয়েছে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-১৬২ঃ শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সংবলিত নবীদের আগমন হযরত নূহ (আঃ) হতে শুরু হয়েছিল। তা ছাড়া অহী অস্বীকারকারীদের উপর সর্ব প্রথম আ'যাব ও হযরত নূহ (আঃ) এর যুগেই শুরু হয়। আর এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর উপর নাযিলকৃত অহীকে নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তী নবীদের অহীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) সু-দীর্ঘ সাড়ে নয়শ বছর জীবিত ছিলেন, ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দৈহিক শক্তি সামান্যতম হ্রাস পায় নি। একটি দাঁতও পড়ে নি, এক গাছি চুলও পাকে নি। (তাফঃ মাযঃ, মাঃ কোঃ)

نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ

নূহিওঁ অন্নাবিয়্যীনা মিম্ বা'দিহী অ আওহাইনা ~ ইলা ~ ইব্রা-হীমা অইস্মা-'ঈলা অইস্হা-ক্বা অ

করেছি; আর ওহী নাযিল করেছি ইব্রাহীম , ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়া'কূব ও

يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا

ইয়া'ক্বূবা অল্ আসবা-ত্বি অ'ঈসা-অআইয়্যুবা অইয়ূনুসা অহা-রূনা অসুলাইমা-না অ আ-তাইনা-

তার বংশধরদের প্রতি, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন, সোলাইমানের প্রতি এবং দাউদকে যাবূর

دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٤﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

দা-ঊদা যাবূর-।১৬৪। অরুসুলান্ ক্বাদ্ ক্বাছোয়াছ্না-হুম্ 'আলাইকা মিন্ ক্ববলু অরুসুলাল্লাম্ নাক্বছুছ্হুম্

দিয়েছি; (১৬৪) আরও অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বিবরণ আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল যাদের বিবরণ

عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٥﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا

'আলাইক্ ; অকাল্লামাল্লা-হু মূসা-তাক্লীমা- । ১৬৫ । রুসুলাম্ মুবাশ্শিরীনা অমুন্যিরীনা লিআল্লা-

দেই নি; আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। (১৬৫) আরও কতক রাসূলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

ইয়াকূনা লিন্না-সি 'আলাল্লা-হি হুজ্জাতুম্ বা'দার্ রুসুল্; অকা-নাল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা- ।

হিসেবে এ জন্য পাঠিয়েছি যেন রাসূলদের পর আল্লাহ্র উপর মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

﴿١٦٦﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ

১৬৬। লা-কিনিল্লা-হু ইয়াশ্হাদু বিমা ~ আন্যালা ইলাইকা আন্যালাহূ বি'ইল্মিহী অল্ মালা — য়িকাতু ইয়াশ্হাদূন্;

(১৬৬) কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি আপনার কাছে তা নাযিল করেছেন সজ্ঞানে, যার সাক্ষী

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ

অকাফা-বিল্লা-হি শাহীদা- । ১৬৭ । ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ক্বদ্

ফেরেশ্তারাও, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) নিঃসন্দেহে যারা কাফের এবং আল্লাহ্র পথে বাধা প্রদান করে,

ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ

দ্বোয়াল্লূ দ্বোয়ালা-লাম্ বা'ঈদা- ।১৬৮। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অজোয়ালামূ লাম্ ইয়াকুনিল্লা-হু লিইয়াগ্ফিরা লাহুম্

তারা মারাত্মক পথভ্রষ্ট। (১৬৮) যারা কাফের অত্যাচারী ; আল্লাহ্ তাদেরকে না ক্ষমা করবেন আর না তাদেরকে

وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٩﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ

অলা-লিইয়াহ্দিয়াহুম্ ত্বোয়ারীক্ব- ।১৬৯। ইল্লা-ত্বোয়ারীক্বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-; অকা-না যা -লিকা

দেখাবেন সৎপথ। (১৬৯) হ্যাঁ জাহান্নামের পথ; সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে; এটা আল্লাহ্র

عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ

আলাল্লা-হি ইয়াসীর-। ১৭০। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুমুর্ রাসূলু বিল্ হাক্বক্বি মির্ রব্বিকুম্

পক্ষে খুব সহজ। (১৭০) হে মানুষ! রবের পক্ষ থেকে সতর্কবাণী নিয়ে রাসূল এসেছেন; যদি তোমরা ঈমান আন,

فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

ফাআ-মিনূ খাইরল্লাকুম্; অইন্ তাক্ফুরু ফাইন্না লিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্ব্;

তবে তোমাদের জন্য কল্যাণ। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে জেনে রাখ আসমান ও যমীনের সব কিছুই

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧١﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا

অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-। ১৭১। ইয়া ~ আহলাল্ কিতা-বি লা-তাগ্লূ ফী দীনিকুম্ অলা-তাক্বূলূ

আল্লাহ্র, আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ, (১৭১) হে কিতাবধারীরা! তোমরা দ্বীন নিয়ে বাড়িবাড়ি করো না; আল্লাহ্র

عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ

'আলাল্লা-হি ইল্লাল্ হাক্ব; ইন্নামাল্ মাসীহু 'ঈসাব্নু মার্ইয়ামা রাসূলুল্লা-হি অকালিমাতুহূ

ব্যাপারে সত্যই বলবে; মাসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর বাণী- যা মরিয়মের প্রতি

اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ؗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ

আল্ক্বা-হা ~ ইলা-মার্ইয়ামা অরূহুম্ মিন্হু ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অলা-তাক্বূলূ ছালা-ছাহ্;

তাঁর পক্ষ হতে নিক্ষেপিত একটি রূহ্। অতএব আল্লাহ্ ও রাসূলদের বিশ্বাস কর, তিন বলো না,

اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ

ইন্তাহূ খাইরল্লাকুম্; ইন্নামাল্লা-হু ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদ্; সুবহা-নাহূ ~ আইঁ ইয়াকূনা লাহূ অলাদ্ ।

ফিরে থাক, কল্যাণ হবে; একমাত্র আল্লাহ্ই ইলাহ্; তিনি সন্তান হতে পবিত্র। সব তাঁরই যা কিছু আছে

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧٢﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ

লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্ব্; অকাফা-বিল্লা-হি অকীলা-। ১৭২। লাইঁ ইয়াস্তান্কিফাল্

আসমানে যা কিছু আছে যমীনে, আল্লাহ্র তত্ত্বাবধায়নই যথেষ্ট। (১৭২) মাসীহ্ আল্লাহ্র বান্দাহ

الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ

মাসীহু আইঁ ইয়াকূনা 'আব্দাল্ লিল্লা-হি অলাল্ মালা — য়িকাতুল্ মুক্বার্রাবূন্; অমাইঁ ইয়াস্তান্কিফ্

হওয়াতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, না নিকটতম ফেরেশ্তারা লজ্জাবোধ করে, তাঁর বান্দাহ হতে কুণ্ঠিত

عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٣﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আন্ 'ইবা-দাতিহী অইয়াস্ তাকবির্ ফাসাইয়াহ্শুরুহুম্ ইলাইহি জ্বামী'আ-।১৭৩। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ

এবং অহংকার করলে তিনি সবাইকে তাঁর কাছে জমা করবেন। (১৭৩) আর যারা মুমিন ও

ওয়াক্ফে লাযেম ২৩ ع ৯ ৩ রুকু

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِينَ

অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ফাইয়ুওয়াফ্ফীহিম্ উজূরাহুম্ অইয়াযীদুহুম্ মিন্ ফাদ্বলিহী অআম্মাল্লাযীনাস্

সৎকর্ম করে তিনি তাদেরকে, স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আরও বৃদ্ধি করে দিবেন; যারা কুণ্ঠিত হয় ও

اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ

তান্কাফূ অস্তাক্বারূ ফাইয়ু'আয্যিবুহুম্ 'আযা-বান্ আলীমাওঁ অলা-ইয়াজ্বিদূনা লাহুম্ মিন্

অংহকার করে, তিনি তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের জন্য

دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿١٧٤﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ

দূনিল্লা-হি অলিয়্যাওঁ অলা-নাছীরা- ।১৭৪। ইয়া ~ আইয়্যুহান্না-সু ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ বুরহা-নুম্ মির্

কোন বন্ধু ও সাহায্য পাবে না। (১৭৪) হে মানুষ! রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রামাণ এসেছে

رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٥﴾ فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا

রব্বিকুম্ অআন্যাল্না ~ ইলাইকুম্ নূরাম্ মুবীনা- । ১৭৫। ফাআম্মাল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি অ'তাছোয়ামূ

আর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আলো নাযিল করেছি। (১৭৫) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি আর তা শক্তভাবে

بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞

বিহী ফাসাইয়ুদ্খিলুহুম্ ফী রহ্মাতিম্ মিন্হু অফাদ্বলিওঁ অইয়াহ্দীহিম্ ইলাইহি ছিরা-ত্বোয়াম্ মুস্তাক্বীমা-

ধারণ করে, তিনি তাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে দাখিল করবেন এবং নিজের দিকে হেদায়েতের পথ দেখাবেন।

﴿١٧٦﴾ يَسْتَفْتُونَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ

১৭৬। ইয়াস্তাফ্তূনাক্;ক্বুলিল্লা-হু ইয়ুফ্তীকুম্ ফিল্ কালা-লাহ্;ইনিম্রুউন্ হালাকা লাইসা লাহূ

(১৭৬) তারা ফতোয়া চায়; বলুন; আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন, মাতা পিতাহীন নিঃসন্তানের ব্যাপারে, কেউ মারা গেলে,

وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ

অলাদুওঁ অলাহূ ~ উখ্তুনু, ফালাহা-নিছ্ফু মা-তারাকা অহুওয়া ইয়ারিছুহা~ ইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহা-অলাদ্ ;ফাইন্

নিঃসন্তান, আছে এক বোন; সে পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে; বোন নিঃসন্তান হলে তার ভাই একমাত্র ওয়ারিছ হবে।

كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ وَاِنْ كَانُوۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ

কা-নাতাছ্ নাতাইনি ফালাহুমাছ্ ছুলুছা-নি মিম্মা- তারাক্; অইন্ কা-নূ ~ ইখ্ওয়াতার্ রিজ্বা-লাওঁ অনিসা — য়ান্ ফালিয্ যাকারি,

২৪ যদি দুবোন থাকে। তবে দু তৃতীয়াংশ পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির। আর কয়েকজন ভাই বোন হলে, পুরুষ দুই

ع ৫ 4 মِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

রুকু মিছ্লু হাজ্জিল উন্ছাইয়াইন; ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আন্ তাদ্বিল্লূ ; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম।

নারীর সমান অংশ পাবে; আল্লাহ তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে অবহিত।

সূরা মা-য়িদাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২০
রুকূ ঃ ১৬

মঞ্জিল ২

① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আওফূ বিল্ 'উক্বূদ; উহিল্লাত্ লাকুম্ বাহীমাতুল্ আন'আ-মি ইল্লা-

(১) হে মু'মিনরা! তোমরা ওয়াদা পূর্ণ কর; তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু; ঐগুলো ব্যতীত

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ *

মা-ইয়ুত্‌লা-'আলাইকুম্ গাইরা মুহিল্লিছ্ ছোয়াইদি অ আন্‌তুম্ হুরুম্; ইন্নাল্লা-হা ইয়াহ্‌কুমু মা-ইয়ুরীদ্।

যার বর্ণনা সম্মুখে এসেছে, কিন্তু এহরাম অবস্থায় শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন।

② يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ

২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল লাযীনা আ-মানূ লা-তুহিল্লু শা'আ — য়িরাল্লা-হি অলাশ্ শাহ্‌রাল্ হারা-মা অলাল্ হাদ্‌ইয়া

(২) হে মু'মিনরা! হালাল মনে করো না আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি, পবিত্র মাসের উৎসর্গীকৃত জন্তুর, গলায় চিহ্ন পরাণ

وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ

অলাল্ ক্বালা — য়িদা অলা ~ আ — ম্মীনাল্ বাইতাল্ হার-মা ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্ব্‌লাম্ মির্ রব্বিহিম্ অরিদ্বওয়ানা-;

জন্তুর এবং রবের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বাইতুল্লাহ অভিমুখীদের সম্মানের অবমাননা করবে না।

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ

অইযা-হালাল্‌তুম্ ফাছ্‌ত্বোয়া-দূ; অলা-ইয়াজ্‌রিমান্নাকুম্ শানায়া-নু ক্বাওমিন্ আন্ ছোয়াদ্দূকুম্ 'আনিল্

ইহ্‌রাম মুক্ত হলে শিকার করতে পার; মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ায় কোন কাওমের প্রতি শত্রুতা যেন

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا

মাস্‌জ্বিদিল্ হারা-মি আন্ তা'তাদূ। অতা'আ-অনূ 'আলাল্ বির্‌রি অত্তাক্ব্‌ওয়া- অলা- তা'আ-অনূ

সীমা লংঘনে তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধ না করে; নেককাজ ও তাকওয়ায় পরস্পর সাহায্য করবে; পাপ ও সীমালংঘনে একে

عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ③ حُرِّمَتْ

'আলাল্ ইছ্‌মি অল্ উদ্‌ওয়া-নি অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা শাদী দুল্ 'ইক্বা-ব্। ৩। হুর্‌রিমাত্

অন্যকে সাহায্য করবে না; আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৩) তোমাদের জন্য

● এক চতুর্থাংশ ওয়াক্‌ফে লাযেম

নামকরণ ঃ মায়িদাহ অর্থ খাওয়ার পাত্র, টেবিল ক্লথ, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি, এ সূরার একস্থানে 'মায়িদাহ' শব্দের উল্লেখ আছে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ অনুগ্রহ ও জীবিকার কথা এই সূরায় আছে। সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে মায়িদাহ।

শানেনুযূল ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) খাদ্য দ্রব্যের বৈধাবৈধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। আরব দেশে তখন হারামে কোরবাণীর উদ্দেশে প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু লটকানোর নিয়ম ছিল, যেন সবাই তা চিনতে পারে। আয়াত-২ ঃ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমাননা তিনভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণরূপে পালন করা। তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালংঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। এ তিন প্রকারের অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

'আলাইকুমুল্ মাইতাতু অদ্দামু অলাহ্মুল্ খিন্যীরি অমা ~ উহিল্লা লিগাইরিল্লা–হি বিহী অল্ মুন্খানিক্বাতু

হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু, শ্বাসরোধে মৃত,

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

অল্ মাওক্বূযাতু অল্ মুতারদ্দিয়াতু অন্নাত্বীহাতু অমা ~ আকালাস্ সাবু'উ ইল্লা–মা–যাক্কাইতুম্;

আঘাতে মৃত, উঁচু স্থান হতে পড়ে মৃত, শিংয়ের গুতায় মৃত ও হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু, তবে জবেহ করলে হালাল,

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ

অমা–যুবিহা 'আলান্ নুছুবি অআন্ তাস্তাক্বসিমূ বিল্ আয্লা–ম্; যা–লিকুম্ ফিস্ক্ব; আল্ ইয়াওমা ইয়াইসাল্

আর যা মূর্তির পূজার দেবীর উপর বলি দেয়া হয়। আর যা জুয়ার তীর কর্তৃক নির্ণয়কৃত হয়। এ সব সীমালংঘন; আজ কাফেররা

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

লাযীনা কাফারূ মিন্ দীনিকুম্ ফালা–তাখ্শাওহুম্ অখ্শাওন্; আল্ইয়াওমা আক্মাল্তু লাকুম্

নিরাশ হয়ে পড়েছে তোমাদের দ্বীন হতে, তাই তাদেরকে ভয় না করে আমাকে ভয় কর; আজ তোমাদের জন্য তোমাদের

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ

দীনাকুম্ অআত্মাম্তু 'আলাইকুম্ নি'মাতী অরাদ্বীতু লাকুমুল্ ইস্লা–মা দীনা–; ফামানিদ্ব্

দ্বীন পূর্ণ করলাম; আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি ; ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম; কেউ

اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④ يَسْأَلُونَكَ

ত্বুর্রা ফী মাখ্ মাছোয়াতিন্ গাইরা মুতাজা–নিফিল্ লিইছ্মিন্ ফাইন্নাল্লা–হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৪। ইয়াস্আলূনাকা

যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে পড়ে পাপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল দায়ালু। (৪) আপনাকে জিজ্ঞেস করে,

مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

মা– যা ~ উহিল্লা লাহুম্; ক্বুল্ উহিল্লা লাকুমুত্ত্বোয়াইয়্যিবা–তু অমা– 'আল্লাম্তুম্ মিনাল্ জ্বাওয়া–রিহি

তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? বলুন, সকল পবিত্র বস্তু হালাল, এবং যে সব শিকারী পশু-পাখীকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ

مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا

মুকাল্লিবীনা তু'আল্লিমূনাহুন্না মিম্মা ~ 'আল্লামাকুমুল্লা–হু ফাকুলূ মিম্মা ~ আম্সাক্না 'আলাইকুম্ অয্কুরুস্

শিকারের জন্য, আল্লাহ তোমাদেরকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদের জন্য যা ওরা ধরে আনে, তা খাও; আর তার

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ

মাল্লা-হি 'আলাইহি অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্। ৫। আল্ ইয়াওমা উহিল্লা লাকুমুত্ব্

উপর আল্লাহর নাম নেও; আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাবে তৎপর। (৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ

الطَّيِّبٰتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫

ত্বোয়াইয়্যিবা-ত্; অ ত্বোয়া'আ-মুল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা হিল্লুল্লাকুম্ অত্বোয়া'আ-মুকুম্ হিল্লুল্লাহুম্
করা হল; কিতাবীদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

অল্ মুহ্ছোয়ানা-তু মিনাল্ মু''মিনা-তি অল্ মুহ্ছোয়ানা-তু মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা
হালাল সতী সাধ্বী মুমিন নারী ও কিতাবীদের সতী নারী, যখন তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান কর.

مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ

মিন্ ক্বাব্লিকুম্ ইযা ~ আ-তাইতুমূহুন্না উজূ্রাহুন্না মুহ্ছিনীনা গাইরা মুসা-ফিহীনা অলা-মুত্তাখিযী ~
বিবাহের জন্য; ব্যভিচার বা কাম চরিতার্থের জন্য নয়, আর যে অস্বীকার করে ঈমান

اَخْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ

আখ্দা-ন্; অমাইঁ ইয়াক্ফুর্ বিল্ঈমা-নি ফাক্বাদ্ হাবিত্বোয়া 'আমালুহূ অহুঅ ফিল্ আ-খিরাতি মিনাল্
আনতে। তার কার্যাদি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যাবে; আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত

الْخٰسِرِيْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ　ع ৫ ৫ রুকু ১

খা-সিরীন্। ৬। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ ইযা- ক্বুমতুম্ ইলাছ্ ছলা-তি ফাগ্সিলূ উজূহাকুম্
হবে। (৬) হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ! যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন মুখমণ্ডল ও দু হাত কনুইসহ

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ

অআইদিয়াকুম্ ইলাল্ মারা-ফিক্বি অম্সাহূ বিরুঊসিকুম্ অআর্জুলাকুম্ ইলাল্ কা'বাইন্;
ধৌত করবে, তারপর মাথা মুছেহ করবে, আর দু পা গিরা পর্যন্ত ধুবে। আর যদি তোমরা নাপাক থাক,

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۖ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ

অইন্ কুন্তুম জুনুবান্ ফাত্বোয়াহ্হারূ; অইন্ কুন্তুম্ মার্দ্বোয়া ~ আও 'আলা-সাফারিন্ আও জ্বা — য়া আহাদুম্ মিন্কুম্
তবে ভালভাবে পাক হও। আর রুগী হলে বা সফরে থাকলে অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসলে,

مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا

মিনাল্ গা — য়িত্বি আও লা-মাস্তুমু ন্নিসা — য়া ফালাম্ তাজিদূ মা — য়ান্ ফাতাইয়াম্মামূ ছোয়া'ঈ দান্ ত্বোয়াইয়্যিবান্ ফাম্সাহূ
অথবা স্ত্রী সহবাস করলে, আর যদি পানি না পাও, তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, তা দ্বারা মুখমণ্ডল

আয়াত-৬ ঃ টীকা-১। আল্লাহ বিধান আরোপে কঠোরতা করতে চান না। সর্বত্রই তিনি সহজ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। (বঃ কোঃ) ২। এখানে পবিত্রতা লাভের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পানি পাওয়া না গেলে আর পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তবে এটি হল বাহ্যিক পবিত্রতা। এটির উপর এবাদত নির্ভরশীল। আর ইবাদত দিয়েই আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করা যায়। কাজেই এতে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের পবিত্রতাই অন্তর্ভুক্ত। (বঃ কোঃ) ৩। রাসূল (ছঃ) বলেন, সৎকর্ম ও হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী আ'মলকারীর সমান সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে অসৎকর্ম ও পথভ্রষ্টের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তি আমলকারী ব্যক্তির সমান পাপের অংশীদার হবে। তবে আমলকারীর গুনাহ ও সাওয়াবের পরিমান কমবে না। (মাঃ কোঃ)

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

বিউজূহিকুম্ অআইদীকুম্ মিন্হু মা-ইয়ুরীদুল্লা-হু লিইয়াজ্'আলা 'আলাইকুম্ মিন্ হারাজিঁও

ও হাত দুটি মুছে নেবে; আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না ১, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান

وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

অলা-কিইঁ ইয়ুরীদু লিইয়ুত্বোয়াহ্হিরাকুম্ অলিইয়ুতিম্মা নি'মাতাহূ 'আলাইকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্।

এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান ২, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। ৩

(৭) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا

৭। অয্কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ অমীছা-ক্বাহুল্লাযী অ ছাক্বাকুম্ বিহী ~ ইয্ ক্বুল্তুম্ সামি'না-

(৭) তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা এবং যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন যখন তোমরা

وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

অআত্বো'য়া'না- অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর। ৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ

বললে, শুনলাম, মানলাম; আল্লাহ্কে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন অন্তরের বিষয় সম্পর্কে। (৮) হে মু'মিনরা!

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا

কূনূ ক্বাওয়্যা-মীনা লিল্লা-হি শুহাদা — য়া বিল্‌ক্বিস্‌ত্বি অলা-ইয়াজ্‌রিমান্নাকুম্ শানায়া-নু ক্বাওমিন্ 'আলা ~ আল্লা-তা'দিলূ;

তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে যথার্থ সাক্ষ্য দাতা হও; এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে ন্যায় বিচার বর্জন করবে না;

تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

ই'দিলূ হুঅ আক্বরাবু লিত্তাক্বওয়া-অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা খাবীরুম্ বিমা- তা'মালূন্।

সুবিচার করো; তা তাক্বওয়ার নিকটতম; আল্লাহ্কে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন।

(৯) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞

৯। অ'আদাল্লা-হুল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ মাগ্‌ফিরাতুঁও অআজ্‌রুন্ 'আজীম্।

(৯) আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্য, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদান।

(১০) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (১১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

১০। অল্লাযীনা কাফারূ অকায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা ~ উলা — য়িকা আছ্‌হা-বুল্ জ্বাহীম্। ১১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা

(১০) যারা কাফির ও মিথ্যা জানে আমার আয়াতকে, তারাই দোযখী। (১১) হে মু'মিনরা! তোমাদের প্রতি

آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

আ-মানুয্ কুরূ নি' মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ হাম্মা ক্বাওমুন্ আইঁ ইয়াব্‌সুত্বূ ~ ইলাইকুম্ আইদিয়াহুম্

আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন একদল তোমাদের প্রতি হাত বাড়াতে চাইল, তখন তিনি তাদের হাত

فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ ع ২ ৬ ৬

ফাকাফ্‌ফা আইদিয়াহুম্ 'আন্‌কুম্ অত্তাকুল্লা–হা; অ 'আলাল্লা–হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মু''মিনূন্। ১২। অলাক্বাদ্ রুকু

গুটিয়ে প্রতিহত করে দিলেন; আল্লাহ্‌কে ভয় কর; মু'মিনদের আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাই উচিৎ। (১২) আল্লাহ

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ج وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط وَقَالَ اللّٰهُ

আখাযাল্লা–হু মীছা–ক্বা বানী ~ ইস্‌রা — ঈলা অবা'আছ্‌না–মিন্‌হুমুছ্‌নাই 'আশারা নাক্বীবা–; অক্ব–লাল্লা–হু

অঙ্গীকার নিয়েছেন, বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে এবং আমি তাদের ভেতর থেকে বারজন (নাকীব) নেতা ২ নিয়োগ

اِنِّيْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

ইন্নী মা'আকুম্; লায়িন্ আক্বাম্‌তুমুছ্ ছলা–তা অ আ–তাইতুমুয্ যাকা–তা অ আ–মান্‌তুম্ বিরুসুলী অ'আয্‌যার্‌তুমূহুম্

করেছিলাম; আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি তোমরা প্রতিষ্ঠা কর নামায, যাকাত আদায় কর, রাসূলদের

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ

অ আক্বরাদ্বতুমুল্লা–হা ক্বার্‌দ্বোয়ান্ হাসানাল্ লাউকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌কুম্ সাইয়িয়া–তিকুম্ অলাউদ্‌খিলান্নাকুম্ জান্না–তিন্

বিশ্বাস কর, তাদের সাহায্য কর ও আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসানা দাও, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ দূর করব,

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ

তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আনহা–র্; ফামান্ কাফারা বা'দা যা–লিকা মিন্‌কুম্ ফাক্বাদ্ দ্বোয়াল্লা সাওয়া — য়াস্

আর এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহর প্রবাহিত ; এরপরও যারা কুফ্‌রী করবে, তারা

السَّبِيْلِ ﴿١٣﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج يُحَرِّفُوْنَ

সাবীল্। ১৩। ফাবিমা–নাক্বদ্বিহিম্ মীছা–ক্বাহুম্ লা'আন্না–হুম্ অজা'আল্‌না–কু্লূবাহুম্ ক্বা–সিয়াতান্ ইয়ুহার্‌রিফূনাল্

বিপথগামী। (১৩) সুতরাং তাদের এ অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদেরকে লা'নত এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করেছিলাম:

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ لا وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ج وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى

কালিমা আম মাও–দ্বি'ইহী অনাসূ হাজ্জোয়াম্ মিম্মা– যুক্কিরূ বিহী অলা– তাযা–লু তাত্তোয়ালি'উ 'আলা–

তারা কিতাবের শব্দকে যথাস্থান হতে পরিবর্তন করে; প্রাপ্ত উপদেশের একাংশ ভুলে গেছে; স্বল্প সংখ্যক ছাড়া অন্য সকলের

خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ☆

খা — য়িনাতিম্ মিন্‌হুম্ ইল্লা– ক্বালীলাম্ মিন্‌হুম্ ফা'ফু 'আন্‌হুম্ অছ্‌ফাহ্; ইন্নাল্লা–হা ইয়ুহিব্বুল্ মুহ্‌সিনীন্।

খিয়ানত সম্পর্কে সংবাদ পাবেন; তাদেরকে ক্ষমা করুন ও উপেক্ষা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককারদেরকে ভালবাসেন।

টীকা ঃ (১) ইহুদীদের একটি দল রাসূল (ছঃ) ও তাঁর বিশেষ কয়েকজন ছাহাবাকে দাওয়াত করেছিল, কিন্তু গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিক আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করবে এবং ইসলামকে এখানেই শেষ করে দেবে। কিন্তু যথা সময়ে এ ষড়যন্ত্র আল্লাহ্‌র রাসূল (ছঃ) অবগত হওয়ায় ঐ দাওয়াতে আর উপস্থিত হন নি। (২) নাকীব–অর্থ পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী। আল্লাহপাক বনী ইস্রাঈলের বার গোত্রের প্রত্যেকটির জন্য একজন করে তাদের মধ্য হতেই নাকীব নিয়োগ করার নির্দেশ দেন, যেন সে ঐ গোত্রের সকল খোঁজখবর রাখতে পারে। এবং দ্বীনী তা'লীম তরবিয়াত দিতে পারে।

(١٤) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا

১৪। অ মিনাল্লাযী–না ক্বা–লূ ~ ইন্না–নাছোয়া–রা ~ আখায্না– মীছা–ক্বাহুম্ ফানাসূ হাজ্জোয়াম্ মিম্মা– যুক্কিরূ

(১৪) এবং যারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছি; কিন্তু প্রাপ্ত উপদেশের একাংশ তারা ভুলে

بِهٖ ص فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ

বিহী ফাআগ্রাইনা– বাইনাহুমুল্ 'আদা–ওয়াতা অল বাগ্দ্বোয়া — য়া ইলা–ইয়াওমিল্ ক্বিয়া–মাহ্; অসাওফা

গেছে, সুতরাং আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছি; আর অচিরেই আল্লাহ তাদের

يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١٥) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا

ইয়ুনাব্বিউহুমুল্লা–হু বিমা–কা–নূ ইয়াছ্না'উ ন্। ১৫। ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা–বি ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ রসূলুনা–

জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। (১৫) হে কিতাবের অনুসারীরা! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন,

يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

ইয়ুবাইয়্যিনু লাকুম্ কাছীরাম্ মিম্মা– কুন্তুম্ তুখ্ফূনা মিনাল্ কিতা–বি অইয়া'ফূ 'আন্ কাছীর্;

তিনি কিতাবের অধিকাংশ প্রকাশ করেন যা গোপন করতে এবং অনেক কিছু উপক্ষো করেন, (১) আল্লাহ্র

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ (١٦) يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ

ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ মিনাল্লা–হি নূরুওঁ অকিতা–বুঁম্ মুবীন্। ১৬। ইয়াহ্দী বিহিল্লা–হু মানিত্তাবা'আ রিদ্ব্ ওয়া–নাহূ

পক্ষ হতে তোমাদের কাছে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (১৬) এ দ্বারা আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশীদেরকে

سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى

সুবুলাস্ সালা–মি অইয়ুখ্রিজু্হুম্ মিনাজ্জুলুমা–তি ইলান্ নূরি বিইয্নিহী অ ইয়াহ্দীহিম্ ইলা–

শান্তির পথে চালান তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার হতে আলোর দিকে স্বীয় অনুমতিতে; আর সরল

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط قُلْ

ছির–ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ১৭। লাক্বাদ্ কাফারাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা–হা হুঅল্ মাসীহুব্নু মার্ইয়াম্; কু্ল্

পথে চালিত করেন। (১৭) নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহই মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম, আপনি বলে দিন

فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ

ফামাইঁ ইয়াম্লিকু মিনাল্লা–হি শাইয়ান্ ইন্ আরা–দা আইঁ ইয়ুহ্লিকাল্ মাসীহাব্না মার্ইয়ামা অ উম্মাহূ অ মান্

আল্লাহকে বাধা প্রদান করার শক্তি কার আছে? যদি তিনি মরিয়ম তনয় মাসীহকে, তাঁর মাতাকে ও পৃথিবীর সকলকে

فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا

ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আ–; অলিল্লা–হি মুল্কুস্ সামা–ওয়া–তি অল্ আরদ্বি অমা– বাইনাহুমা–; ইয়াখ্লুকু্ মা–

ধ্বংস করতে চান, আর আসমান, যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহ্র, তিনি ইচ্ছানুযায়ী

يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا

ইয়াশা —উ; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ১৮। অক্বা-লাতিল্ ইয়া-হূদু অন্নাছোয়া-রা- নাহ্নু আব্না — য়ুল

সৃষ্টি করেন; (১) আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান। (১৮) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র;

اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ

লা-হি অ আহিব্বা — উহ্; ক্বুল্ ফালিমা ইয়ু 'আয্যিবুকুম্ বিযুনূ বিকুম্; বাল্ আনতুম্ বাশারুম মিম্মান্ খালাক্ব;

বলুন, তবে কেন তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেন তোমাদের গুনাহ্র জন্য? বরং তোমরা তাঁর সৃষ্ট মানুষ;

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা — উ অ ইয়্যু'আযযিবু মাইঁইশা — উ; অলিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি

যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন; আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যকার সবকিছু আল্লাহ্রই; তাঁরই কাছে

وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ

অমা-বাইনাহুমা-অ ইলাইহিল্ মাছীর্ । ১৯। ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা-বি ক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্ রাসূলুনা-ইয়ুবাইয়্যিনু

প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে কিতাবীরা! রাসূল আগমনে বিরতির পর তোমাদের কাছে আমার রাসূল আসলেন,

لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ

লাকুম্ 'আলা-ফাত্রাতিম্ মিনার্ রুসুলি আন্ তাক্বূলূ মা-জ্বা — য়ানা-মিম্ বাশীরিওঁ অলা-নাযীরিন্ ফাক্বাদ্

তিনি তোমাদেরকে স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছেন, যেন বলতে না পার যে কোন সুসংবাদদাতা বা সাবধানকারী আসে নি, এখন তো

جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ ৩ ع ৮ ৭ রুকু

জ্বা — য়াকুম্ বাশীরুওঁ অনাযীর্; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ২০। অইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী

সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসেছেন, আল্লাহই সর্ব শক্তিমান। (২০) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে

يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّ

ইয়া-ক্বাওমিয্ কুরূ নি'মাতাল্লা- হি'আলাইকুম্ ইয্ জ্বা'আলা ফীকুম্ আম্বিয়া — য়া অজ্বা'আলাকুম্ মুলূকাওঁ অ

কাওম, আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের মধ্যে নবী দিলেন এবং রাজ্যাধিপতি করলেন; আর

اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢١﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ

আ-তা-কুম্ মা-লাম্ ইয়ু"তি আহাদাম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্। ২১। ইয়া-ক্বাওমিদ্ খুলুল্ আর্দ্বোয়াল্ মুক্বাদ্দাসাতাল্

তোমাদেরকে এমন জিনিস দিলেন, যা জগতে আর কাকেও দেন নি। (২১) হে আমার কওম! প্রবেশ কর

টিকাঃ (১) পিতাহীন জন্ম হওয়ায় তোমরা ঈসাকে আল্লাহ বানিয়েছ, কিন্তু আল্লাহ যাকে যেভাবে খুশি সেভাবেই সৃষ্টি করেন। অসাধারণভাবে কাউকে সৃষ্টি করলেই সে আল্লাহ হয়ে যায় না। বরং এটা আল্লাহ্র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১৮ঃ একদা তিন ব্যক্তি রাসূল (ছঃ)-এর নিকট এসে আলাপ আলোচনা করল। রাসূল (ছঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকলেন এবং আযাবের ভয় দেখালেন। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহ্র বংশধর ও প্রিয় পাত্র নাসারাদের অনুরূপ। তাদের এ দাবীর প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ قَالُوْا

লাতী কাতাবাল্লা—হু লাকুম্ অলা—তার্তাদ্দূ 'আলা ~ আদ্বা—রিকুম্ ফাতান্ক্বালিবূ খা—সিরীন্ । ২২ । ক্বা-লূ

আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট পবিত্র ভূমিতে, পিছনে ফিরে যেয়ো না, অন্যথা তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২২) তারা বলল,

يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ

ইয়া-মূসা ~ ইন্না ফীহা- ক্বাওমান্ জ্বাব্বা-রীন্; অইন্না-লান্ নাদ্খুলাহা-হাত্তা- ইয়াখ্রুজূ মিন্হা- ফাই ইয়াখ্রুজূ মিন্হা-;

হে মূসা! সেখানে দুর্ধর্ষ এক জাতি আছে, তারা বের হয়ে না গেলে আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করব না। তারা বের

فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

ফাইন্না- দা-খিলূন্ । ২৩ । ক্বা-লা রাজু্লা-নি মিনাল্লাযীনা ইয়াখা-ফূনা আন্'আমাল্লা-হু

হলেই আমরা প্রবেশ করব। (২৩) যারা ভয় করছিল তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত দুজন বলল, দরজা

عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ

'আলাইহিমাদ্খুলূ 'আলাইহিমুল্ বা-বা ফাইযা-দাখাল্তুমূহু ফাইন্নাকুম্ গা-লিবূনা অ 'আলাল্লা-হি

দিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ কর; আর যখনই প্রবেশ করবে তখনই তোমরা বিজয়ী হবে। যদি মু'মিন হও আল্লাহ্‌র

فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا

ফাতাওয়াক্কালূ ~ ইন্ কুন্তুম্ মু'মিনীন্ । ২৪ । ক্বা-লূ ইয়া-মূসা ~ ইন্না- লান্নাদ্খুলাহা ~ আবাদাম্মা- দা-মূ

উপরই ভরসা কর। (২৪) তারা বলল, হে মূসা! তারা সেখানে থাকলে আমরা কিছুতেই প্রবেশ করব না, সুতরাং তুমি

فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَاۤ

ফীহা-ফায্হাব্ আন্তা অরাব্বুকা ফাক্বা-তিলা ~ ইন্না- হা-হুনা- ক্বা-'ইদূন্ । ২৫ । ক্বা-লা রবিব ইন্নী লা ~

আর তোমার রব যাও, যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসলাম। (২৫) মূসা বললেন, হে রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া

اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فَاِنَّهَا

আম্লিকু ইল্লা-নাফ্সী অআখী ফাফ্রুক্ব্ বাইনানা- অবাইনাল্ ক্বাওমিল্ ফা-সিক্বীন্ । ২৬ । ক্বা-লা ফাইন্নাহা-

কারও উপর আমার আধিপত্য নেই, তাই আমাদের ও অবাধ্য কাওমের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দাও। (২৬) আল্লাহ বললেন,

مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

মুহার্‌রামাতুন্ 'আলাইহিম্ আর্বা'ঈনা সানাতান্ ইয়াতীহুনা ফিল্ আর্দ্ব্ ; ফালা-তা''সা 'আলাল্ ক্বাওমিল্

৪ চল্লিশ বছররের জন্য ঐ দেশ তাদের জন্য হারাম করা হল তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে; অবাধ্য কাওমের

ع ৭ ৮ রুকু

الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ

ফা-সিক্বীন্ । ২৭ । অত্লু 'আলাইহিম্ নাবায়াব্নাই আ-দামা বিল্ হাক্ব্ । ইয্ক্বার্‌রাবা-কু্র্বা-নান্ ফাতুকু্ব্বিলা মিন্

জন্য দুঃখ করবেন না। (২৭) তাদেরকে যথাযথভাবে শুনাও আদমের দু পুত্রের কাহিনী যখন উভয়ে কোরবানী

أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

আহাদিহিমা-অলাম্ ইয়ুতাক্বাব্বাল্ মিনাল্ আ-খার্; ক্বা-লা লাআক্ব্ তুলান্নাক্ব্; ক্বা-লা ইন্নামা- ইয়াতাক্বাব্বালুল্লা-হু মিনাল্
করল, তখন একজনের কোরবানী কবুল হল, অন্য জনের হল না। একজন বলল তোমাকে আমি হত্যা করবই, অন্যজন বলল, আল্লাহ্ তো

الْمُتَّقِينَ ۝٢٨ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ

মুত্তাক্বীন্। ২৮। লায়িম্ বাসাত্ তা ইলাইয়্যা ইয়াদাকা লিতাক্ব্ তুলানী মা ~ আনা বিবা-সিত্বিঁই ইয়াদিয়া ইলাইকা
মুত্তাকীদের কোরবানীই কবূল করেন। (২৮) আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য

لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝٢٩ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي

লিআক্ব্ তুলাকা, ইন্নী ~ আখা-ফুল্লা-হা রব্বাল্ 'আ-লামীন্। ২৯। ইন্নী ~ উরীদু আন্ তাবূ—য়া বিইছ্মী
হাত বাড়াব না; আমি বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ্কে ভয় করি। (২৯) আমি চাই আমার ও তোমার পাপের জন্য তুমিই

وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝٣٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ

অ ইছ্মিকা ফাতাকূনা মিন্ আছ্হা-বিন্না-রি অযা-লিকা জ্বাযা — উজ্জোয়া-লিমীন্। ৩০। ফা ত্বোয়াওয়্যা'আত্ লাহূ
দায়ী হও; অতঃপর জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই যালিমদের প্রাপ্য। (৩০) তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায়

نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٣١ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي

নাফ্সুহূ ক্বাত্লা আখীহি ফাক্বাতালাহূ ফা'আছ্বাহা মিনাল্ খা-সিরীন্। ৩১। ফাবা'আছাল্লা-হু গুরা-বাঁই ইয়াব্হাছু ফিল্
উদ্বুদ্ধ করল এবং হত্যা করল; ফলে সে দলভুক্ত হল ক্ষতিগ্রস্তদের। (৩১) অতঃপর আল্লাহ কাক পাঠালেন,

الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ

আরদ্বি লিইয়ুরিয়াহূ কাইফা ইয়ুওয়া-রী সাওয়াতা আখীহ্; ক্বা-লা ইয়া-অইলাতা ~ আ 'আজ্বাযতু আন্
সে মাটি খুঁড়তে লাগল, দেখাবার জন্য যে, সে ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে গোপন করবে, সে বলল, হায়! আমি কি

أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ۝

আকূনা মিছ্লা হা-যাল্ গুরা-বি ফাউওয়া-রিয়া সাওয়াতা আখী, ফাআছ্বাহা মিনান্না-দিমীন্।
এ কাকের চেয়েও অক্ষম যাতে ভ্রাতার লাশ গোপন করতে পারি? এতে সে অনুতপ্ত হল।

۝٣٢ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

৩২। মিন্ আজ্ব্ লি যা-লিকা কাতাব্না- 'আলা-বানী ~ ইস্রা — ঈলা আন্নাহূ মান্ ক্বাতালা নাফসাম্ বিগাইরি নাফ্সিন্ আও
(৩২) এজন্যই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এ নির্দেশ দিলাম যে, নরহত্যা বা ধ্বংসাত্মক কার্য ছাড়া কেউ কাউকে

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

ফাসা-দিন্ ফিল্ আরদ্বি ফাকাআন্নামা- ক্বাতালান্ না-সা জ্বামী'আ-; অমান্ আহ্ইয়া-হা-ফাকাআন্নামা ~ আহ্ইয়ান্
হত্যা করলে সে যেন হত্যা করল দুনিয়ার সকল মানুষকে, আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলে সে যেন

● অর্ধাংশ ওয়াক্বফে লাযেম

ওয়াক্বফুন্নবী (ছাঃ)

মো'আনাক্বা-৫

النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ

না-সা জ্বামী'আ-; অলাক্বাদ্ জ্বা — য়াত্হুম্ রুসুলুনা- বিল্বাইয়্যিনা-তি ছুম্মা ইন্না কাছীরাম্ মিন্হুম্ বা'দা যা-লিকা
সকলের জীবনই রক্ষা করল, তাদের কাছে তো রাসূলরা নিদর্শনসহ আগমন করেছিল; কিন্তু এর পরও অনেকেই

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

ফিল্ আরদ্বি লামুস্রিফূন্। ৩৩। ইন্নামা-জ্বাযা — উল্লাযীনা ইয়ুহা-রিবূনাল্লা-হা অরাসূলাহূ অ ইয়াস'আওনা
দুনিয়ায় সীমালংঘন করে। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে;

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ

ফিল্ আরদ্বি ফাসা-দান্ আইঁ ইয়ুক্বাত্তালূ ~ আও ইয়ুছাল্লাবূ ~ আও তুক্বাত্তা'আ আইদীহিম্ অ আরজুলুহুম্ মিন্
তাদের শাস্তি হল,তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে অথবা হাত-পা বিপরীত দিক হতে কাটা হবে

خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

খিলা-ফিন্ আও ইয়ুন্ফাও মিনাল্ আরদ্ব; যা-লিকা লাহুম্ খিয্ইয়ুন্ ফিদ্দুন্ইয়া-অলাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি
অথবা নির্বাসিত করা হবে; দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا

'আযা-বুন 'আজীম্। ৩৪। ইল্লাল্লাযীনা তা-বূ মিন্ ক্বাব্লি আন্ তাক্বদিরূ 'আলাইহিম্ ফা'লামূ ~
মহাশাস্তি। (৩৪) তবে তোমাদের করতলগত হওয়ার পূর্বে যারা তওবা করবে, (তাদের জন্য উক্ত শাস্তি নেই) জেনে

৫ ع ৮ ৯ রুকু

أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

আন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৩৫। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্ তাকুল্লা-হা অব্তাগূ ~ ইলাইহিল্ অসীলাতা
রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৫) হে মু'মিনরা! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় খোঁজ, তাঁর

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي

অজ্বা-হিদূ ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৩৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ লাও আন্না লাহুম্ মা-ফিল্
পথে জিহাদ কর, যেন সফলকাম হও। (৩৬) যারা কুফরী গ্রহণ করেছে, তাদের নিকট যদি জগতের সব সম্পদ থাকে

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ

আরদ্বি জ্বামীআওঁ অমিছ্লাহূ মা'আহূ লিইয়াফ্তাদূ বিহী মিন্ 'আযা-বি ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি মা- তুক্ব্ব্বিলা মিন্হুম্;
এবং সমপরিমাণ আরও তবুও তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না শাস্তির বিনিময়। তাদের জন্য রয়েছে

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৩ ঃ ষষ্ঠ হিজরীতে উ'কল ও উ'রাইনার গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করার পর মদীনার আবহাওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর নিকট গেলে, তিনি তাদেরকে, যাকাতের উটের দুগ্ধ ও মূত্র সেবন করতে বললেন। তারপর সুস্থ হয়ে তারা রাখাল ইয়াসারকে হাত, পা কেটে জিহ্বায় কাটা বিদ্ধ করে শহীদ করে। এ সংবাদ অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং কুরুয বিন্ খালেদ আল্ ফিহরী কিংবা কারও মতে হযরত ইবনে জাবেরের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহীকে পাঠান। তারা তাদেরকে নবীর দরবারে হাযির করেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুঃ কোঃ, আসাঃ সিয়ার)

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا

অলাহুম্ 'আযা–বুন্ আলীম্ । ৩৭ । ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়াখ্‌রুজূ মিনান্না–রি অমা–হুম্ বিখা–রিজ্বীনা মিন্‌হা–
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৩৭) তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু সেখান থেকে তারা বের হতে পারবে না, তাদের

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا

অ লাহুম্ 'আযা–বুম্ মুক্বীম্। ৩৮। অস্ সা–রিকু অস্সা–রিক্বাতু ফাক্বত্বোয়াউ ~ আইদিয়াহুমা– জ্বাযা — য়াম্ বিমা–
জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (৩৮) পুরুষ ও নারী যে কেউ চুরি করলে কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দণ্ড হিসেবে হাত কেটে

كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

কাসাবা–নাকা– লাম্ মিনাল্লা-হ; অল্লা–হু 'আযীযুন্ হাকীম। ৩৯। ফামান্ তা-বা মিম্বা'দি জুল্‌মিহী অ আছ্‌লাহা
দাও; এ হল আল্লাহর শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩৯) সীমালংঘনের পর যে তওবা করবে ও সংশোধন হবে আল্লাহ

فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

ফাইন্নাল্লা–হা ইয়াতূবু 'আলাইহ্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুর্ রাহীম্। ৪০। আলাম্ তা'লাম্ আন্নাল্লা–হা লাহূ মুল্‌কুস্ সামা–ওয়া–তি
তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনের মালিকানা

وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অল্ আর্‌দ্বি; ইয়ু'আয্‌যিবু মাইঁ ইয়াশা —উ অইয়াগ্‌ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা —উ; অল্লা–হু 'আলা– কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্।
আল্লাহ্‌রই; তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।

﴿٤١﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا

৪১। ইয়া ~ আইয়্যুহার্ রাসূলু লা–ইয়াহ্‌যুন্‌কাল্লাযীনা ইয়ুসা–রি'ঊনা ফিল্ কুফ্‌রি মিনাল্লাযীনা ক্বা–লূ ~
(৪১) হে রাসূল। আপনাকে যেন দুঃখিত না করে তারা যারা কুফ্‌রীতে দ্রুত ধাবিত হয়, তাদের মধ্যে

آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ

আ–মান্না–বিআফ্‌ওয়া–হিহিম্ অলাম্ তু''মিন্ ক্বু-লূবুহুম্ অমিনাল্লাযীনা হা–দূ সাম্মা–'ঊনা লিল্‌কাযিবি
যারা মুখে বলে ঈমান আনলাম অথচ তারা ঈমানে আন্তরিক নয়; ইহুদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত এবং

سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ

সাম্মা–'ঊনা লিক্বাওমিন্ আ–খারীনা লাম্ ইয়া''তূক; ইয়ুহার্‌রিফূনাল্ কালিমা মিম্ বা'দি মাওয়া-দ্বি'ইহী, ইয়াকূ-লূনা
যারা কান পেতে শোনে এমন কওমের জন্য যারা আপনার কাছে আসে না; তারা প্রকৃত কথাকে বিকৃত করে তা যথাস্থানে

إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ

ইন্ উতীতুম্ হা–যা– ফাখুযূহু অইল্লাম্ তু''তাওহু ফাহ্‌যারূ; অমাইঁ ইয়ুরিদিল্লা-হু ফিত্‌নাতাহূ ফালান্
থাকার পরও; তারা বলে যদি এরূপ বিধান দেয়া হয়, তবে গ্রহণ কর, না দিলে বর্জন কর। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান;

تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي

তাম্লিকা লাহূ মিনাল্লা-হি শাইয়া-, উলা — য়িকাল্লাযীনা লাম্ ইয়ুরিদিল্লা-হু আই ইয়ুত্বোয়াহ্হিরা কুলূবাহুম্; লাহুম্ ফিদ
তার ব্যাপারে আপনি কিছুই করতে পারবেন না, এরা এমনই যে আল্লাহ চান না পবিত্র করতে এদের অন্তরকে;

الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٢﴾ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ

দুন্‌ইয়া- খিয্‌ইয়ুওঁ অলাহুম্ ফিল্ আ-খিরাতি 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ৪২। সাম্মা-'উনা লিল্‌কাযিবি আক্কা-লূনা
তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, পরকালে মহাশাস্তি আছে। (৪২) এরা মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত, হারাম ভক্ষণে তৎপর;

لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن

লিস্‌সুহ্‌তি ফাইন্ জ্বা — উকা ফাহ্‌কুম্ বাইনাহুম্ আও আ'রিদ্ 'আন্‌হুম্ অইন্‌তু'রিদ্ব 'আন্‌হুম্ ফালাই
সুতরাং তারা আসলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করবেন; উপেক্ষা করলে তারা

يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

ইয়াদ্বুর্‌রূকা শাইয়া-; অইন্ হাকাম্‌তা ফাহ্‌কুম্ বাইনাহুম্ বিল্‌ক্বিস্‌ত্ব; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্
আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে করবেন; আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের

الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٣﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ

মুক্বসিত্বীন্। ৪৩। অকাইফা ইয়ুহাক্কিমূনাকা অই'ন্‌দাহুমুত্ তাওরা-তু ফীহা-হুক্‌মুল্লা-হি ছুম্মা
পছন্দ করেন। (৪৩) তারা কেমন করে আপনার উপর বিচার ভার দেবে, অথচ তাদের কাছে আল্লাহর বিধান সম্বলিত

৬ ع ৯ ১০ রুকু

يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا

ইয়াতা অল্লাওনা মিম্ বা'দি যা-লিক্; অমা ~ উলা — য়িকা বিল্‌মু''মিনীন্। ৪৪। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌নাত্ তাওরা-তা ফীহা-
তাওরাত থাকা অবস্থায়ও তারা মুখ ফিরায়, এরা তো মু'মিন নয়। (৪৪) নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি,

هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

হুদাওঁ অনূরুন্ ইয়াহ্‌কুমু বিহান্নাবিয়্যূনাল্ লাযীনা আস্‌লামূ লিল্লাযীনা হা-দূ অর্‌রব্বা-নিয়্যূনা
এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে, এ তাওরাতের মাধ্যমেই বিধান দিতেন আল্লাহর অনুগত নবীরা, দরবেশ ও আলেমরা।

وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا

অল্ আহ্‌বা-রু বিমাস্‌তুহ্‌ফিজূ মিন্ কিতা-বিল্লা-হি অকা-নূ 'আলাইহি শুহাদা — য়া ফালা-তাখ্‌শাউন্
কেননা, তারা আল্লাহর কিতাবের রক্ষক নিযুক্ত ছিল; আর ওরা ছিল তার সাক্ষ্যদাত; সুতরাাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না,

ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-৪৪ ঃ অর্থাৎ এটিই যখন সাব্যস্ত হল যে ইহুদী আলেমরা এবং তাদের আল্লাহওয়ালা ও নবীরা তাওরাতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তদনুসারে আমল করার আদেশ থাকার কারণে তারা নিজেরাও তার বিধান পালন করে আসতে ছিলেন এবং অন্যান্যদেরকেও তদনুসারে আদেশ দিতেন। সুতরাং তোমরা যারা বর্তমানে ইহুদী প্রধান ও শাস্ত্রজ্ঞ রয়েছ নিজেদের অতীত মহাপুরুষদের বিপরীত করোও না। আর রেসালাতে মুহাম্মদী সম্বন্ধে তাওরাতে যে বর্ণনা আছে তৎপ্রকাশে তোমরা মানুষ কর্তৃক হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয় করও না; বরং আমাকেই ভয় করতে থাকবে যে, তোমরা যদি শেষ নবীর রেসালত সম্বন্ধে স্বীকৃতি না দাও, তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিব। আমার বিধান বিবর্তনের বিনিময়ে তোমাদের সর্বসাধারণ হতে সংগৃহীত পার্থিব সামান্যতম পুঁজি ক্রয় করও না।

النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًاؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ

না–সা অখ্শাওনি অলা–তাশ্তারূ বিআ–ইয়া–তী ছামানান্ ক্বালীলা–; অমাল্লাম্ ইয়াহ্কুম্ বিমা ~ আন্যালাল

আমাকে ভয় কর; আমার আয়াত ক্ষুদ্র মূল্যে কেনা-বেচা করো না। আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান দিয়ে যারা ফয়সালা

اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

লা–হু ফায়ুলা — য়িকা হুমুল্ কা–ফিরূন্। ৪৫। অ কাতাব্না–'আলাইহিম্ ফীহা~ আন্নান্ নাফ্সা বিন্নাফ্সি

করে না তারা কাফের। (৪৫) আর আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিলাম যে, জীবনের বদলে জীবন, চোখের

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

অল্ 'আইনা বিল্'আইনি অল্ আন্ফা বিল্ আন্ফি অল্ উযুনা বিল্ উযুনি অস্সিন্না বিস্সিন্নি

বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং অনুরূপভাবে যখমের

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ

অল্জুরূহা ক্বিছোয়া–ছ্; ফামান্ তাছোয়াদ্দাক্বা বিহী ফাহুঅ কাফ্ফা–রাতুল্লাহ্; অমাল্লাম্ ইয়াহ্কুম্

বদলে যখম; কেউ মাফ করলে তারই গুনাহর কাফফারা হবে; আর যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী

بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَقَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

বিমা ~ আন্যালাল্লা–হু ফাউলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া–লিমূন্। ৪৬। অক্বাফ্ফাইনা– 'আলা ~ আ–ছা–রিহিম্ বি'ঈসাব্নি মার্ইয়ামা

ফয়সালা করে না তারাই জালিম। (৪৬) আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে পূর্বের তাওরাতের

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা–বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্তাওরা–তি অ আ–তাইনা–হুল্ ইন্জ্বীলা ফীহি হুদাওঁ অনূরুওঁ অ

সমর্থকরূপে তাদের নিকট প্রেরণ করলাম, তাঁকে ইনজীল দিলাম, যাতে ছিল হিদায়েত ও আলো, যা ছিল

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত্তাওরা-তি অহুদাওঁ অমাও 'ই জোয়াতাল লিল্মুত্তাক্বীন্। ৪৭। অল্ ইয়াহ্কুম্ আহ্লুল্

পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক, আর তাহা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। (৪৭) ইনজীলধারীরা যেন

الْاِنْجِيْلِ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

ইন্জ্বীলি বিমা ~ আন্যালাল্লা–হু ফীহ্; অমাল্লাম্ ইয়াহ্কুম্ বিমা ~ আন্যালাল্লা–হু ফাউলা —য়িকা হুমুল্

বিধান দেয় তাতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না

الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

ফা–সিকূন্। ৪৮। অ আন্যাল্না ~ ইলাইকাল্ কিতা–বা বিল্ হাক্ব্ক্বি মুছোয়াদ্দিক্বাল্লিমা–বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল্

তারাই ফাসেক। (৪৮) আমি আপনার কাছে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা পূর্বের কিতাবের সমর্থক ও

الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

কিতা–বি অমুহাইমিনান্ 'আলাইহি ফাহ্কুম্ বাইনাহুম্ বিমা ~ আন্যালাল্লা–হু অলা–তাত্তাবি' আহ্ওয়া — য়াহুম্

সংরক্ষক। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব দ্বারা আপনি ফয়সালা করবেন; আগত সত্য বাদ দিয়ে তাদের প্রবৃত্তির

عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ

'আম্মা–জ্বা — য়াকা মিনাল্ হাক্ব; লিকুল্লিন্ জ্বা'আল্না–মিন্কুম্ শির'আতাওঁ অমিন্হা–জ্বা–; অলাও শা — আল্লা-হু

অনুসরণ করবেন না। প্রত্যেকের জন্য আমি বিধান ও চলার পথ দিয়েছি; আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে

لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط

লাজ্বা 'আলাকুম্ উম্মাতাওঁ অ–হিদাতাঁও অলা–কিল্ লি ইয়াব্লুওয়াকুম্ ফীমা ~ আ–তা–কুম্ ফাস্তাবিক্বুল্ খাইরা–ত্;

একজাতি করতেন। কিন্তু তিনি প্রদত্ত বস্তু দিয়ে পরীক্ষা করতে চান; অতএব, সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর;

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَاَنِ احْكُمْ

ইলাল্লা–হি মার্জ্বি'উকুম্ জ্বামী'আন্ ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা–কুন্তুম্ ফীহি তাখ্তালিফূন্। ৪৯। অআনিহ্কুম্

আল্লাহ্‌র কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল, বিরোধ মূলক বিষয়ে তিনি তখন ফয়সালা দেবেন। (৪৯) আর আপনি

بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ

বাইনাহুম্ বিমা ~ আন্যালাল্লা–হু অলা–তাত্তাবি' আহ্ওয়া — য়া হুম্ অহ্যার্ হুম্ আইঁ ইয়াফ্তিনূকা 'আম্ বা'দ্বি

আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাদের মর্জির অনুসরণ করবেন না; সাবধান থাকুন, যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে। আল্লাহ্‌র

مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ

মা ~ আন্যালাল্লা–হু ইলাইক্; ফাইন্ তাওয়াল্লাও ফা'লাম্ আন্নামা– ইয়ুরীদুল্লা–হু আইঁ ইয়ুছীবাহুম বিবা'দ্বি

নাযিলকৃত থেকে। না মানলে জেনে রাখুন যে, তাদের কোন পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে

ذُنُوْبِهِمْ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٥٠﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ

য়ুনূবিহিম্; অইন্না কাছীরাম্ মিনান্না–সি লাফা–সিকূন্। ৫০। আফাহুক্মাল্ জ্বা–হিলিয়্যাতি ইয়াব্গূন্; অমান্

৭ চান, আর মানুষের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য। (৫০) তবে তারা কি জাহেলী যুগের বিধান চায়? আল্লাহর চেয়ে

ع ৭ ১১ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا

রুকু আহ্সানু মিনাল্লা–হি হুক্মাল্লিক্বাওমিইঁ ইয়ুক্বিনূন্। ৫১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ–মানূ লা–তাত্তাখিযুল্

উত্তম ব্যবস্থাপক কে খাঁটি বিশ্বাসী কাওমের জন্য? (৫১) হে মু'মিনরা! ইহুদী ও নাছারাকে

শানেনুযুলঃ আয়াত– ৪৯ ঃ কা'আব ইবনে উসাইদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ছুরিয়া ও শাদ ইবনে কায়ছ রাসূল (ছঃ) - কে দিয়ে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতিকূলে কোন মীমাংসা করিয়ে বিপথগামী করতে পরামর্শ করল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা ইহুদীদের মধ্যে সম্মানিত ও গোত্র প্রধান। আমরা মুসলমান হলে সমস্ত ইহুদী একযোগে মুসলমান হবে। তাই আমাদের পরস্পরের মাঝে একটি বিবাদ মীমাংসার জন্য আপনার নিকট আসলে আপনি আমাদের অনুকূলে রায় দেবেন। রাসূল (ছঃ) এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তোমাদের কারও ঈমান আনা না আনায় কিছু আসে যায় না। আমি আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মীমাংসা করব॥ পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (ইঃ কাঃ ইশত সংযোযিত)

الْيَهُودَ وَالنَّصٰرٰى أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ

ইয়াহূদা অ ন্নাছোয়া-রা ~ আওলিয়া — আ বা'দ্বুহুম্ আওলিয়া — উ বা'দ্ব; অমাইঁ ইয়াতাওয়াল্লাহুম্ মিন্কুম্ ফাইন্নাহূ

গ্রহণ করো না বন্ধুরূপে, তারাই পরস্পর বন্ধু; তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু করবে সে তাদের

مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

মিন্হুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বাওমাজ্ জ্বোয়া-লিমীন্। ৫২। ফাতারাল্লাযীনা ফী ক্বূলূবিহিম্ মারাদ্বুইঁ

দলভুক্ত; নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম কাওমকে হিদায়েত দেন না। (৫২) যাদের মনে রোগ আছে, দেখবেন যে তারা

يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشٰى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَ

ইয়ুছা-রি'ঊনা ফীহিম্ ইয়াক্বূলূনা নাখ্শা ~ আন্ তুছীবানা-দা — য়িরাহ্; ফা'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া''তিয়া

নিজেদের মধ্যে তৎপর তারা বলে, আমাদের ভয় হয় পাছে আমাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হয়, আল্লাহ হয়তো

بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلٰى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نٰدِمِينَ ﴿٥٣﴾ وَ

বিল্ ফাত্হি আও আম্রিম্মিন্ 'ইন্দিহী ফাইয়ুছ্বিহূ 'আলা-মা ~ আসাররূ-ফী ~ আন্ফুসিহিম্ না-দিমীন্। ৫৩। অ

শীগ্রই বিজয় দেবেন বা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা গোপনকৃত বিষয় নিয়ে অনুতপ্ত হবে। (৫৩) আর

يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ

ইয়াক্বূলুল্লাযীনা আ-মানূ ~ আহা ~ উলা — য়িল্লাযীনা আক্ব্সামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্দা আইমা-নিহিম্ ইন্নাহুম্

মু'মিনরা বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করত যে, তারা তোমাদের সঙ্গে

لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خٰسِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

লামা'আকুম্ হাবিত্বোয়াত্ আ'মা-লুহুম্ ফাআছ্বাহূ খা-সিরীন্। ৫৪। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ মাইঁ ইয়ার্তাদ্দা

আছে? তাদের কার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (৫৪) হে মু'মিনরা! (ক) তোমাদের মধ্যে দ্বীনত্যাগী

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۙ أَذِلَّةٍ عَلَى

মিন্কুম্ 'আন্ দীনিহী ফাসাওফা ইয়া''তিল্লা-হু বিক্বাওমিইঁ ইয়ুহিব্বুহুম্ অ ইয়ুহিব্বূ নাহূ ~ আযিল্লাতিন্ 'আলাল্

হলে আল্লাহ এমন কাওম আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসে; তারা কোমল

الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ

মু'মিনীনা আ'ইয্যাতিন্ 'আলাল্ কা-ফিরীনা ইয়ুজ্বা-হিদূনা ফী সাবীলিল্লা-হি অলা- ইয়াখা-ফূনা

মু'মিনদের প্রতি আর কঠোর কাফিরদের প্রতি, তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে, এবং নিন্দুকের নিন্দার

لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِنَّمَا

লাওমাতা লা — য়িম্; যা-লিকা ফাদ্বলুল্লা-হি ইয়ু'তীহি মাইঁ ইয়াশা — উ; অল্লা-হু অ-সি'উন্ 'আলীম্। ৫৫। ইন্নামা-

ভয় করবে না; এটা আল্লাহর করুণা যা তিনি ইচ্ছামত দেন, আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। (৫৫) নিশ্চয়ই

ওয়াক্বফে লাযেম ওয়াক্বফে মনযিল ওয়াক্বফে গোফরান

● তিন চতুর্থাংশ

وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ

অলিয়্যুকুমুল্লা-হু অরাসূলুহূ অল্লাযীনা আ-মানুল্লাযীনা ইয়ুক্বীমূনাছ্ ছলা-তা অইয়ু''তূনায্

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনরা-যারা কায়েম করে নামায আর যাকাত প্রদান করে, এ

الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ

যাকা-তা অহুম্ রা-কি'উ ন্। ৫৬। অমাইঁ ইয়াতাঅল্লা-হা অরাসূলাহূ অল্লাযীনা আ-মানূ ফাইন্না

অবস্থায় যে, তারা বিনীত ও নম্র। (৫৬) আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে বন্ধু বানায়, তারাই

৮ ع ৬ ১২ রুকু

حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٧﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

হিয্‌বাল্লা-হি হুমুল্ গা-লিবুন্। ৫৭। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা- তাত্তাখিযুল্লাযী নাত্ তাখাযূ

আল্লাহর দল, তারাই বিজয়ী হবে। (৫৭) হে মু'মিনরা! তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমাদের পূর্বের কিতাবধারীদের

دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ج

দীনাকুম্ হুযুওয়াওঁ অলা'ইবাঁম্ মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাবলিকুম্ অল্ কুফ্‌ফা-রা আওলিয়া — য়া

মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়ারূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে। আল্লাহকেই

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا

অত্তাকুল্লা-হা ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ৫৮। অ ইযা- না-দাইতুম্ ইলাছ্ ছোয়ালা-তিত্ তাখাযূহা- হুযুওয়াওঁ

ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (৫৮) আর যখন তোমরা তাদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান কর তখন তারা ওকে

وَّلَعِبًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ

অলা'ইবা-; যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বাওমুল্লা- ইয়া'ক্বিলূন্। ৫৯। ক্বু-ল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি হাল্ তান্‌ক্বিমূনা মিন্না ~

হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়া মনে করে, কেননা, তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। (৫৯) বলুন, হে কিতাবীরা! তোমাদের শত্রুতা পোষণ তো একমাত্র

اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لا وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ

ইল্লা ~ আন্ আ-মান্না- বিল্লা-হি অমা ~ উনযিলা ইলাইনা- অমা ~ উন্‌যিলা মিন্ ক্বাব্‌লু অ আন্না আক্‌ছারাকুম্

এ জন্য যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, আমাদের প্রতি নাযিলকৃত এবং পূর্বে নাযিলকৃত সব কিছুর উপর, তোমাদের

فٰسِقُوْنَ ﴿٦٠﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ

ফা-সিক্বূ-ন্। ৬০। ক্বু-ল্ হাল্ উনাব্বিউকুম্ বিশার্‌রিম্ মিন্ যা-লিকা মাছুবাতান্ 'ইন্‌দাল্লা-হ্; মাল্লা'আনাহুল্লা-হু

অধিকাংশই অবাধ্য। (৬০) আপনি বলুন, আমি কি এটা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট শাস্তির সংবাদ তোমাদেরকে দেব যা আল্লাহর কাছে

শানেনুযুলঃ আয়াত- ৫৫ ঃ একদা হযরত আলী (রাঃ) নফল নামাযে রুকুতে থাকা অবস্থায় একজন ভিক্ষুক এসে আল্লাহর ওয়াস্তে ভিক্ষা প্রার্থনা করলে। তিনি স্বীয় আংটি খুলে ভিক্ষুকের প্রতি ছুঁড়ে দিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে 'রুকু' অর্থ রুকুই থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে, হযরত উবাদা ইবনে ছামেত যখন ইহুদীদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং স্বীয় বন্ধুত্ব বিশেষতঃ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য করেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন শব্দের মর্মার্থ হবে হযরত উবাদা ইবনে ছামেত ও অন্যান্য ছাহাবীরা। হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ছালামকে তাঁর স্ব-গোত্রীয় লোকেরা সমাজচ্যুত করার প্রস্তাব করলে তিনি হুযুর (ছঃ)-কে এতদসম্বন্ধে অবহিত করেন। রসূলুল্লাহ্ (ছঃ) তখন এ আয়াত পাঠ করে শুনান।

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ

অগাদ্বিবা 'আলাইহি অজা'আলা মিন্হুমুল্ ক্বিরাদাতা অল্খানা-যীরা অ'আবাদা ত্বোয়া-গূত্; উলা — য়িকা

আছে? কারও উপর গযব দিয়াছেন, কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করেছেন, আর কেউ তাগুতের দাসত্ব করে; এদের

شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد

শার্রুম্ মাকা-নাওঁ অ আদ্বোয়ালু 'আন্ সাওয়া — ইস্ সাবীল্। ৬১। অইযা-জ্বা — উ-কুম্ ক্বা-লূ ~ আ-মান্না- অক্বাদ্

আবাস নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত। (৬০) আর যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, বলে, 'আমরা ঈমান্ এনেছি,

دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦٢﴾ وَتَرَىٰ

দাখালূ বিল্কুফ্রি অহুম্ ক্বাদ্ খারাজ্বূ বিহ্; অল্লা-হু আ'লামু বিমা- কা-নূ ইয়াক্তুমূন্। ৬২। অতারা-

মূলত তারা কুফ্রী নিয়ে আসে আর তা নিয়ে বেরিয়ে যায়। তাদের গোপন বিষয় আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। (৬২) আপনি

كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ

কাছীরাঁম্ মিন্হুম্ ইয়ুসা-রি'উনা ফিল্ ইছ্মি অল্ 'উদ্ওয়া-নি অ আক্লিহিমুস্ সুহ্তা লাবি''সা

তাদের অধিকাংশকেই দেখবেন যারা দৌড়িয়ে পাপে, সীমালংঘনে ও হারাম ভক্ষণে পতিত হচ্ছে; তাদের

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ

মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৬৩। লাওলা- ইয়ান্হা-হুমুর্ রব্বা-নিইয়্যূনা অল্ আহ্বা-রু 'আন্ ক্বাওলিহিমুল্ ইছ্মা অ

কর্মকাণ্ড অত্যন্ত ভয়াবহ। (৬৩) কেন তাদেরকে নিষেধ করছে না তাদের ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা পাপ-বাক্য ও

أَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٤﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ

আক্লিহিমুস্ সুহ্তা; লাবি''সা মা- কা-নূ ইয়াছ্না'উন্। ৬৪। অ ক্বা-লাতিল্ ইয়াহূদু ইয়াদুল্লা-হি

হারামখুরী হওয়া হতে? অবশ্যই এদের কর্মকাণ্ড নিকৃষ্ট। (৬৪) ইহুদীরা বলে, আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে

مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ

মাগ্লূলাতুন্; গুল্লাত্ আইদীহিম্ অলু'ইনূ বিমা-ক্বা-লূ। বাল্ ইয়াদা-হু মাব্সূত্বোয়াতা-নি ইয়ুন্ফিক্বু

গেছে; বন্ধ হোক তাদেরই হাত, তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত; এবং তাঁর দুহাতই প্রসারিত,

كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَ

কাইফা ইয়াশা — উ; অলাইয়াযীদান্না কাছীরাঁম্ মিন্হুম্ মা ~ উন্যিলা ইলাইকা মির্রব্বিকা তুগ্ইয়া-নাঁও অ

ইচ্ছামত খরচ করেন; আপনার প্রতি রবের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও

كُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا

কুফ্রা-; অ আল্ক্বাইনা- বাইনাহুমুল্ আ'দা-ওয়াতা অল্বাগ্দ্বোয়া — য়া ইলা- ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাহ্; কুল্লামা ~ আও ক্বাদূ

কুফ্রীকে বাড়াবে; তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্থায়ী করেছি, যখনই তারা যুদ্ধানল

ওয়াক্‌ফে লাযেম

نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

না–রাল লিল্‌হারবি আত্বফা আহাল্লা–হু অ ইয়াস্‌'আওনা ফিল্ আর্‌দ্বি ফাসা–দা–; অল্লা–হু লা- ইয়ুহিব্বুল্

জ্বালায় তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন, তারা পৃথিবীতে ফাসাদ করে। আর আল্লাহ কখনও ভালবাসেন না

الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

মুফ্‌সিদীন্। ৬৫। অলাও আন্না আহ্‌লাল্ কিতা–বি আ–মানূ অত্তাক্বাও লাকাফ্‌ফার্‌না– 'আন্‌হুম্ সাইয়্যিআ–তিহিম্

ফাসাদকারীদের। (৬৫) যদি কিতাবীরা ঈমান আনত আর ভয় করত, তবে অবশ্যই তাদের পাপ মুছে দিতাম;

وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ

অলাআদ্‌খাল্‌না–হুম্ জ্বান্না–তিন্ না'ঈম্। ৬৬। অলাও আন্নাহুম্ আক্বা–মুত তাওরা–তা অল্ ইন্‌জ্বীলা অমা ~ উন্‌যিলা

এবং নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাতাম। (৬৬) আর যদি তারা পালন করত তাওরাত, ইন্‌জীল

إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ

ইলাইহিম্ মির্ রব্বিবিহিম্ লাআকালূ মিন্ ফাওক্বিহিম্ অমিন্ তাহ্‌তি আর্‌জু্‌লিহিম্; মিন্‌হুম্ উম্মাতুম্

ও রবের নাযিলকৃতকে, তবে তারা উপর (আসমান) ও পায়ের নিচ (ভূ-তল) হতে রিযিক পেত, তাদের মধ্যে একদল

৯ ع ১০ ১৩ রুকু

مُقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ

মুক্‌তাছিদাহ্; অকাছীরুম্ মিন্‌হুম্ সা — য়া মা–ইয়া'মালূন। ৬৭। ইয়া ~ আইয়্যুহার্ রাসূলু বাল্লিগ্ মা ~ উন্‌যিলা

মধ্যপন্থী, কিন্তু তাদের অনেকেই খারাপ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রাসূল! আপনার রবের নিকট হতে যা অবতীর্ণ

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ

ইলাইকা মির্ রব্বিক্; অইল্ লাম্ তাফ্'আল্ ফামা–বাল্লাগ্‌তা রিসা–লাতাহ্; অল্লা–হু ইয়া'ছিমুকা মিনান্না–স্;

করা হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি না করেন, তবে রিসালাত পৌঁছালেন না; আল্লাহ আপনাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ

ইন্নাল্লা–হা লা- ইয়াহ্‌দিল্ ক্বাওমাল্ কা–ফিরীন্। ৬৮। কুল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা–বি লাস্‌তুম্ 'আলা–শাইয়িন্ হাত্তা–

নিশ্চয়ই আল্লাহ হিদায়েত দেন না কাফিরদের। (৬৮) আপনি বলুন, হে কিতাবীরা। তোমরা কোন ভিত্তিতেই নেই, যতক্ষণ

تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ

তুক্বীমুত তাওরা–তা অল্ ইন্‌জ্বীলা অমা ~ উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্; অলাইয়াযীদান্না

পর্যন্ত না পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবে তাওরাত, ইন্‌জীল ও রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয়কে আপনার প্রতি আপনার রবের নিকট

আয়াত-৬৫ঃ এখানে বলা হযেছে যে, ইহুদীরা আপনার প্রতি নাযিলকৃত কোরআনী নির্দেশাবলী দিয়ে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট হতে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহস পায় না এবং তাদের কোন চক্রান্ত সফল হয় না। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৬৬ ঃ আয়াতের সারকথা হল, ইহুদীরা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস করে এবং সেগুলো পালন করে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়া'মতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। উল্লেখ যে, বর্তমান যুগের মুসলমানদের ব্যাপারেও এই একই কথা প্রযোজ্য। (মাঃ কোঃ)

كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

কাছীরাম্ মিন্‌হুম্ মা ~ উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রব্বিকা তুগ্‌ইয়া-নাঁও অকুফ্‌রান্, ফালা-তা"সা 'আলাল্ ক্বাওমিল্

হতে নাযিলকৃত বিষয় তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধি করবে; তাই আপনি কাফেরদের জন্য দুঃখ

الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ

কা-ফিরীন্। ৬৯। ইন্না ল্লাযীনা আ-মানূ অল্লাযীনা হা-দূ অছ্‌ছোয়া-বিয়ূনা- অন্নাছোয়া-রা- মান্

করবেন না। (৬৯) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইহুদী, আর সাবী ও নাছারাদের কেউ আল্লাহ

آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *

আ-মানা বিল্লা-হি অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অ'আমিলা ছোয়া-লিহান্ ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্।

ও পরকালের প্রতি ঈমান আনলে এবং ভাল কাজ করলে তাদের কোন ভয় নেই বা দুঃখিতও হবে না।

﴿٧٠﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ

৭০। লাক্বাদ আখায্‌না- মীছা-ক্বা বানী ~ ইসরা — য়ীলা অ আর্‌সাল্‌না ~ ইলাইহিম্ রুসুলা-; 'কুল্লামা- জ্বা — য়াহুম্

(৭০) আমি তো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে আর তাদের কাছে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদের

رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧١﴾ وَحَسِبُوا

রাসূলুম্ বিমা- লা- তাহ্‌ওয়া ~ আন্‌ফুসুহুম্ ফারীক্বান্ কায্‌যাবূ অফারীক্বাঁই ইয়াক্বতুলূন্। ৭১। অ হাসিবূ ~

নিকট কোন রাসূল তাদের মনের বাইরে কিছু আনলেই তারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। (৭১) আর তাদের

أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ

আল্লা-তাকূনা ফিত্‌নাতুন্ ফা'আমূ অ ছোয়াম্মূ ছুম্মা তা-বাল্লা-হু 'আলাইহিম্ ছুম্মা 'আমূ অ ছোয়াম্মূ কাছীরুম্

ধারণা, তাদের কোন শাস্তি হবে না; এভাবেই তারা অন্ধ ও বধির হয়েছে; পরে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন, তারপর তাদের অনেকেই

مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

মিন্‌হুম্ অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-ইয়া'মালূন্। ৭২। লাক্বাদ্ কাফারাল্লাযীনা ক্বা- লূ ~ ইন্নাল্লা-হা হুওয়াল্ মাসীহুব্‌নু

অন্ধ ও বধির হয়ে থাকল। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম দেখেন। (৭২) নিঃসন্দেহে যারা বলে, আল্লাহ্ই মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম,

مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ

মার্‌ইয়াম্; অক্বা-লাল্ মাসীহু ইয়া-বানী ~ ইসরা —ঈলা'বুদুল্লা-হা রব্বী অরব্বাকুম্; ইন্নাহূ

তারা কাফের। অথচ মাসীহ্ বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর। নিশ্চয়ই

مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

মাঁই ইয়ুশ্‌রিক্ বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ হার্‌রামাল্লা-হু 'আলাইহিল্ জান্নাতা অমা"ওয়া-হুন্না-র্; অমা-লিজ্জোয়া-লিমীনা

যে শরীক করবে আল্লাহর সাথে, আল্লাহ তার জন্য 'জান্নাত হারাম করবেন; তার আবাস আগুন; জালিমদের কোন

مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ

মিন্ আন্ছোয়া-র্। ৭৩। লাকাদ্ কাফারাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্না ল্লা-হা ছা-লিছু ছালা-ছাহ্। অমা-মিন্ ইলা-হিন্

সাহায্যকারী নেই। (৭৩) অবশ্যই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ্ তিনের ভেতর একজন। অথচ এক ইলাহ্ ব্যতীত

إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

ইল্লা ~ ইলা-হুঁও ওয়া-হিদ্; অ ইল্লাম্ ইয়ান্তাহূ 'আম্মা- ইয়াকূলূনা লাইয়ামাস্সান্না ল্লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্

আর কোন ইলাহ নেই। তারা যদি এ বক্তব্য হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তিতে

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ★

'আযা-বুন্ আলীম্। ৭৪। আফালা- ইয়াতূবূনা ইলাল্লা-হি অ ইয়াস্তাগ্ফিরূনাহ্; অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্।

ভুগতে হবে। (৭৪) তবে কি তারা আল্লাহ্র কাছে তাওবা করবে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ্ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

﴿٧٥﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ

৭৫। মাল্মাসীহুব্নু মার্ইয়ামা ইল্লা- রাসূলুন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাব্লিহির্ রুসুল্; অ উম্মুহূ

(৭৫) মাসীহ্ ইবনে মরিয়ম তো একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর পূর্বেও এমনিভাবে আরও বহু রাসূল গত

صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ

ছিদ্দীক্বাহ্; কা-না- ইয়া"কুলা-নি ত্বোয়া'আ-ম্; উন্জুর্ কাইফা নুবাইয়্যিনু লাহুমুল্ আ-ইয়া-তি ছুম্মান্জুর্

হয়েছেন[১], তার মা সত্যবাদীনী ২; উভয়েই খাদ্য খেত; দেখুন, কিরূপে তাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করি। আবার দেখুন,

أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ

আন্না-ইয়ু"ফাকূন্। ৭৬। কুল্ আতা'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি মা-লা-ইয়াম্লিকু লাকুম্ দ্বোয়ার্রাঁও অলা-নাফ্'আ-;

তারা কোথায় যাচ্ছে? (৭৬) আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া তোমরা কি এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা না তোমাদের ক্ষতি করতে

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ

অল্লা-হু হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৭৭। কুল্ ইয়া ~ আহ্লাল্ কিতা-বি লা- তাগ্লূ ফী দীনিকুম্ গাইরাল্

পারে না উপকার? আল্লাহ সব শুনেন ও জানেন। (৭৭) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অযথা

الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ

হাক্ব্ক্বি অলা-তাত্তাবি'উ ~ আহ্ওয়া — য়া ক্বাওমিন্ ক্বাদ্ দ্বোয়াল্লূ মিন্ ক্বাব্লু অআদ্বোয়াল্লূ কাছীরাঁও অদ্বোয়াল্লূ 'আন্

বাড়াবাড়ি করো না; যারা ইতিপূর্বে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে বিভ্রান্ত করেছে এবং সরল পথ যারা হারিয়েছে তাদের

আয়াত-৭৫ ঃ টীকা-১ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)ও অন্যান্য পয়গাম্বরদের ন্যায় পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছু দিন অবস্থান করে লোকান্তরিত হয়ে গিয়েছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেন নি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। (মাঃ কোঃ) ২. হযরত মরিয়ম পয়গাম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত হল, মহিলারা কখনও নবুওয়াত লাভ করেন নি। এ পদ মর্যাদা পুরুষদের জন্য সুনির্ধারিত। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-৭৭ ঃ বর্বর বনু ইসরাঈলরা একদিকে আল্লাহর পয়গাম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়া-বাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করেছে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে তাদের এরূপ আচরণের নিন্দা করা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)

سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٨﴾ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ ১০ ع ১১ ১৪ রুকু

সাওয়া — য়িস্ সাবীল্। ৭৮। লু 'ইনাল্লাযীনা কাফারূ মিম্ বানী ~ ইসরা — ঈলা 'আলা-লিসা-নি দা-যূদা

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। (৭৮) যারা কুফ্‌রী করেছে। বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে, তারা দাউদ ও ঈসা ইবনে

وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٩﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ

অ'ঈসাব্‌নি মার্‌ইয়াম্; যা-লিকা বিমা-'আছোয়াও অকা-নূ ইয়া'তাদূন্। ৭৯। কা-নূ লা-ইয়াতানা-হাওনা

মরিয়মের দ্বারা অভিশপ্ত, এটা এ কারণে যে তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমালংঘন করেছিল। (৭৯) তাদের কৃত গর্হিত

عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ

'আম্মুন্‌কারিন্ ফা'আলূহ্; লাবি''সা মা-কা-নূ ইয়াফ্'আলূন্। ৮০। তারা- কাছীরাঁম্ মিনহুম্ ইয়াতাঅল্লাওনাল্

কাজ হতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। কতই না খারাপ ছিল তাদের কাজ। (৮০) কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى

লাযীনা কাফারূ; লাবি''সা মা-ক্বাদ্দামাত্ লাহুম্ আন্‌ফুসুহুম্ আন্ সাখিত্বোয়াল্লা-হু 'আলাইহিম্ অফিল্

করতে তাদের অনেকেই দেখবেন, তাদের কৃতকর্ম কতই না খারাপ! যে জন্য আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত,

الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَآ اُنْزِلَ

'আযা-বি হুম্ খা-লিদূন্। ৮১। অলাও কা-নূ ইয়ু''মিনূনা বিল্লা-হি অন্নাবিয়্যি অমা ~ উন্‌যিলা

আর শাস্তিতে তারা স্থায়ী হবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ, নবী ও নাযিল করা বিষয়ের প্রতি ঈমান আনত

اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ لَتَجِدَنَّ

ইলাইহি মাত্তাখাযূহুম্ আওলিয়া — য়া অলা-কিন্না কাছীরাঁম্ মিন্‌হুম্ ফা-সিক্বূ ন্। ৮২। লাতাজ্বিদান্না

তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসেক (৮২) আপনি সকল

اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ

আশাদ্দান্না-সি 'আদা-ওয়াতাল্লিল্লাযীনা আ-মানুল্ ইয়াহূদা অল্লাযীনা আশ্‌রাকূ

মানুষের মধ্যে মু'মিনদের প্রতি তীব্র শত্রুতা করতে দেখবেন ইহুদী ও মুশরিকদের

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ

অ লাতাজ্বিদান্না আক্ব্‌রাবাহুম্ মাওয়্যাদ্দাতাল্ লিল্লাযীনা আ-মানু ল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্না- নাছোয়া-রা-;

আর যারা বলে আমরা নাছারা' তাদেরকে মু'মিনদের নিকটতম বন্ধু পাবেন; তারা বলে, আমরা

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ★

যা-লিকা বিআন্না মিন্‌হুম্ ক্বিস্‌সীসীনা অরুহ্‌বা-নাঁও অআন্নাহুম্ লা-ইয়াস্‌তাক্‌বিরূন্।

নাছারা কেননা, তাদের মধ্যে অনেক আলেম ও দরবেশ আছে এবং তারা অহংকার করে না।